| R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০১ বর্ষ
২২শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৪ঠা কার্ত্তিক ১৪২১
২২শে অক্টোবর, ২০১৪
নগদ মূল : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

জামিন নিয়ে আই.সি.কে বদলির চেষ্টা তৃণমূল নেতার

নিজস্ব সংবাদদাতা : তৃণমূল নেতা রঘুনাথগঞ্জের গৌতম রুদ্র ওরফে বাবুয়া জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালত থেকে জামিন নিলেন জি.আর ৩৯৯/১৪ নং মোকর্দ্দমায়। থানায় বিচার চেয়ে গৌতম ও তার দলবলের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন জঙ্গিপুর বাবুবাজারের অসীমা দাস গত ২ জুন ২০১৪। রঘুনাথগঞ্জ থানা ঐ দিনই এফ.আই.আর রুজু করে ৪৪৮, ৩৪১, ৩২৩, ৪২৭, ৩৫৪, ৫০৬ ভারতীয় দণ্ডবিধিতে। অসীমা তাঁর অভিযোগে জানান, ঘটনার দিন রাত ১০-৩০ নাগাদ গৌতম রুদ্র, পিন্টু ব্যানার্জী, রূপা দাস, ডলি দাস জঙ্গিপুর বাবুবাজারে তাঁর বাড়ী চড়াও হয়ে তাদের মারধোর করে। বাড়ীর আসবাবপত্র ভাঙচুর করে। গৌতম ও পিন্টু মদ্যপ অবস্থায় তার শাড়ী ধরে ও তার মেয়ে মৌসুমীর শালোয়ার কামিজ ধরে টানাটানি করে শ্লীলতাহানি করে। তার আগে তার ছেলে সুদর্শনকেও ওরা জঙ্গিপুর হাসপাতালের কাছে মারধোর করে। রক্তাক্ত সুদর্শনকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। পুলিশ গৌতমকে গ্রেপ্তারে তার বাড়ীতে তল্লাসী চালায়। তাকে পাওয়া যায় না। মদ্যপ অবস্থায় কারো বাড়ীতে জোরবরদস্তি ঢুকে মহিলার উপর নির্যাতন চালালে তা জামিন গ্রাহ্য অপরাধ হয় না বলে কয়েকজন (শেষ পাতায়)

গ্রেপ্তারের ভয়ে অফিস আসছেন না পঞ্চায়েত সভাপতি

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সি.পি.এমের মাফরুজা খাতুন দীর্ঘদিন তাঁর দপ্তরে অনুপস্থিত।মাঝে মধ্যে এলেও অল্পক্ষণ থেকে চলে যাচ্ছেন। ফলে পঞ্চায়েত সমিতির কাজকর্ম শিকেয় উঠেছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, মাফরুজার স্বামী আকমল সেখ 'মাল্টিন্যাশনাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ' নামে একটি চিটফাণ্ডের মালিক। মাফরুজা তার অন্যতম ডাইরেকটর ছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলার গরীব ও প্রান্তিক মানুষদের ঠকিয়ে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা বাজার থেকে তুলে বর্তমানে তারা পুলিশের খাতায় ফেরার। আকমল বর্তমানে ঝাড়খণ্ডে ব্যবসা ফেঁদেছেন বলে খবর। সি.পি.এম পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মাফরুজাও তাই গ্রেপ্তারের ভয়ে নিয়মিত অফিসে আসছেন না। বিগত ২০১৩-র পঞ্চায়েত নির্বাচনে স্ত্রীকে সভাপতি করতে আকমল প্রায় ১ কোটি টাকা রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের ১০টি পঞ্চায়েত এলাকায় খরচ করেন বলে জনশ্রুতি। আকমল ও মাফরুজা মিঠিপুর বোলতলার বাসিন্দা। (শেষ পাতায়)

মৃত্যু নিয়ে নানা জল্পনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের নবকান্তপুর সামশুর মোড়ে চায়ের দোকানের পিছনের জলাশয় থেকে রাজ সেখের (২৬) মৃতদেহ পুলিশ উদ্ধার করে ১৬ অক্টোবর সকালে। রাজের জামার পকেট থেকে কয়েকটি ড্রেনড্রাইডের ফাঁকা টিউব পুলিশ উদ্ধার করে। নেশাগ্রস্ত রাজুর বাড়ী কাদিকোলা গ্রামে। রাজমিস্ত্রীর কাজ করতেন। বাবা হাকিম সেখও রাজমিস্ত্রী। ঘটনার আগের দিন রাজু হেড মিস্ত্রীর পাওনা টাকা পরিশোধ করতে মিঠিপুরের কোন এক জায়গায় সারাদিন কাজ করে ধার শোধ করেন বলে খবর। পুলিশের অভিমত--'রাজু নেশাগ্রস্ত ছিল। ছাগল চুরি করতে গিয়ে কিছুদিন আগে ধরাও পড়ে।' নিত্যদিন সংসারের অশান্তিতে অতিষ্ঠ হয়ে রাজ সেখের স্ত্রী বাচ্চা নিয়ে মাস তিনেক আগে বাপের বাড়ী চলে যান বলে খবর।

রাস্তা মেরামতি না স্রেফ চুরি ?

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা মুখে ভাগীরথী ব্রীজের রাস্তা মেরামতির কাজ হয় ২ এবং ৩ অক্টোবর '১৪। এই দু'দিন যান জটে মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। হাতে গোণা কয়েক দিনের মধ্যে মেরামতি রাস্তার পাথর উঠতে শুরু করেছে। যার ফলে পি ডবলিউ ডির কর্মীদের সঙ্গে ঠিকাদারের বোঝাপড়ার নগ্ন রূপ ফুটে উঠছে।

শিক্ষাব্রতীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক প্রণব ব্যানার্জী (৮৪) ১৬ অক্টোবর তাঁর সদরঘাট বাসভবনে পরলোকগমন করেন। বেশ কিছুদিন থেকে তিনি শারীরিক অসুস্থ ছিলেন।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৪ঠা কার্ত্তিক, বুধবার, ১৪২১

কালীপূজা ঃ সার্ব্বজনীন মিলনোৎসব

বাঙালীর শ্রেষ্ঠ পূজা দুইটি। একটি শরৎকালে, একটি শরৎ শেষে হেমন্তে। একটি দুর্গা, অপরটি কালী। ব্যয়ের অঙ্কে একটি ধনী, অর্থশালী, রাজ-রাজারার পক্ষেই সম্ভব। অপরটি দীন দুঃখী, ভিখারী, চালচুলোহীন শ্মশানবাসীর পক্ষে সহজে করণীয়। দুটিই অশুভ শক্তিকে পরাভূত করিয়া শুভ শক্তির বিজয় অভিযানের প্রতীক। দুই দেবীর পোষাক আশাকের পার্থক্যেই প্রতীয়মান হয় ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য। দেবী দুর্গা সর্বালঙ্কার ভূষিতা। তাঁর ভোগ রাগেও অর্থ কৌলিণ্য প্রকট। দেবী কালিকা উলঙ্গিনী, সাজসজ্জার পরিপাটি নাই। রত্নালঙ্কারের পরিবর্তে বনকুসুমের মালায় সজ্জিতা তাঁর সর্ব অঙ্গ। শ্মশানের শবশিব শবহস্ত তাঁর প্রিয় অলঙ্কার। প্রসাধনবিহীন তাঁর কেশ। তিনি এলোকেশী। বন্য উগ্রতা তাঁর চক্ষুতে, আননে, সর্ব অঙ্গে। তিনি বাহনবিহীনা। তাঁর চতুর্দিকে দেবমণ্ডলী নাই, আছেন অতি সাধারণ নীচ শ্রেণীর ডাকিনী, পিশাচিনীরা। শ্মশানবাসী তাঁর শিবাকুল নিত্যসঙ্গী। ভক্তকূলের অতি সাধারণ ফলমূলে, পানীয়েই তিনি তৃপ্তা। তাঁর আরাধনায় ব্যয়ের অঙ্ক অতি সাধারণ। তিনি সত্যিই মা। দীন-দরিদ্র, গৃহহীন, সমাজহীন হৃতসর্বস্বেরও তিনি জননী। তিনি একাধারে পরমস্নেহময়ী জননী, আবার উগ্র-শক্তিময়ী অসুর-নাশিনী। সন্তানের মঙ্গলার্থে মা মহাকালী অশুভ অসুর শক্তিকে দমন করেন উগ্রচণ্ডা মূর্তিতে। আবার বরাভয় দান করেন আপন সন্তানদের। বিলাস আলোক সজ্জার প্রতি তাঁর কোন স্পৃহা নাই। কর্মব্যস্ত সন্তানের সুবিধার্থে দিবসে তিনি পূজা চাহেন না। কর্মশেষে বিশ্রামের পর, রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে তাঁর পূজার আয়োজন। সামান্য প্রদীপের আলোই তাঁর মহাপ্রিয়। প্রাচুর্যহীন আরাধনা, বিলাসবর্জিত আরাধনার এই যে বৈশিষ্ট্য ইহাই সত্য সত্যই সার্বজনীন আরাধনা। বাঙালীর ঘরে ঘরে ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে, উচ্চ নীচ ভেদাভেদবিহীন, মহাশক্তির আরাধনা তাই এত প্রিয়। সেই মহানন্দের বহিঃপ্রকাশে ঘরে ঘরে হয় দীপাবলীর আলোক সজ্জা। এ এক প্রাণের পূজা, সত্যিকারের মায়ের পূজা। মহাকালী মা। তিনি ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্যের এমন কি চণ্ডালেরও মা। শুচিতা অশুচিতার বালাই নাই এই মাতৃ আরাধনায়। তাই মহাশ্মশানের বুকেও তাঁর পূজাবেদী। সর্ব শ্রেণীর সর্ব বর্ণের মানুষের একত্রিত অঞ্জলি গৃহীত হয় মাতৃ চরণে। কালীপূজার মাধ্যমে তাই বাঙালী মনের জাতপাতের ভেদবিহীন, সার্বজনীন মহাভাবের রূপটি ধরা পড়ে। বাঙালীর এ এক অনবদ্য সৃষ্টি। এ এক বর্ণ ভেদহীন সার্বজনীন মিলনোৎসব।

চিঠিপত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

বন্ধ হয়ে গেল প্রাতঃবিভাগ প্রসঙ্গে

গত ২৪.০৯.২০১৪ আপনার পত্রিকায় "কয়েকজন শিক্ষকের ষড়যন্ত্রে বন্ধ হয়ে গেল প্রাতঃবিভাগ-- অভিযোগ" শীর্ষক সংবাদটি পড়ে আমাদের মতামত ব্যক্ত করতে চাই। বিগত কয়েকদিন ধরে রঘুনাথগঞ্জ শহর লাগোয়া শ্রীকান্তবাটী পি.এস.এস শিক্ষানিকেতনে চলা অরাজকতাপূর্ণ পরিস্থিতির জন্য আপনার পত্রিকার শ্রদ্ধেয় সংবাদদাতা যে ৫/৬ জন শিক্ষককে দুষ্টুচক্র, বেয়ারা, নীতিহীন, ষড়যন্ত্রকারী অভিধায় অভিযুক্ত করেছেন-- এই অশালীন শব্দগুলিকে আমাদের পুরস্কার স্বরূপ মেনে নিয়েও জানাই ৫/৬ জন শিক্ষকগণের প্রকৃত সংখ্যা 'লিখিত অলিখিত' ৪০-র অধিক। এটা তো আপনিও জানেন একটি বিদ্যালয়ে ৪০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী একই সাথে দুষ্টুচক্র, বেয়ারা, নীতিহীন, ষড়যন্ত্রকারী হতে পারেন না। আর যদি ঐ বিদ্যালয়ে দুষ্টুচক্র থাকলই, তবে কি ঐ চক্র রাতারাতি তৈরি হল ? নাকি দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত বঞ্চনার বহিঃপ্রকাশ এটা। আপনার সংবাদদাতা তদন্ত করে যেভাবে তার যুক্তিগুলিকে উপস্থাপন করেছেন তাতে প্রাতঃবিভাগ চালাতে আগ্রাহী নন এমন শিক্ষকগণকে অপমান করা হয়েছে। প্রধানশিক্ষক অভিযোগ এনেছেন, কিছু শিক্ষক ঘণ্টা পড়ার ১৫-২০ মিনিট পর নাকি ক্লাসে যান, যদি এই অভিযোগ সত্য হয় তবে ঐ সময় উনি কি করেন ? শিক্ষকগণ সময়মতো ক্লাসে যাচ্ছেন কিনা এটা দেখার দায়িত্ব কী ওনার নয় ? বর্তমানে এই বিদ্যালয় দিবাভাগে সুন্দর পরিবেশের মধ্য দিয়ে চলছে। কোথাও কোন রকম বিশৃঙ্খল অবস্থা যে নেই তা আপনি তদন্ত করে দেখতে পারেন। তবে এতদিন ধরে প্রধান শিক্ষক যে সব অভিযোগ এনেছেন--অতিরিক্ত ছাত্রছাত্রীর চাপ সামলাবার মত প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো এই বিদ্যালয়ে নেই। সর্বৈব মিথ্যা, এটা প্রমাণিত সত্য। আপনার পত্রিকার সংবাদদাতা নাকি তদন্ত করে দেখেছেন যে ৫/৬ জন শিক্ষক বিদ্যালয়ের পরিবেশ নষ্ট করছে, স্টাফরুমে বসে গল্প করতে করতে পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করেন, আপনারা ঐ সব শিক্ষকের নাম জনসম্মুখে আনুন--এটা আমরাও চাই। এবার জানাই কেন আমরা একত্রে প্রাতঃবিভাগ বন্ধ করার জন্য মাননীয় সম্পাদক সহ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে আবেদন করেছিলাম :-

(১) ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীকে প্রাতঃবিভাগে করার ফলে প্রতিদিন ঐ বিভাগের শিক্ষার্থীরা প্রায় ১ঘণ্টা বিদ্যালয়ে কম পড়াশুনা করতে পারত। (২) প্রাতঃবিভাগের শিক্ষার্থীরা মিড ডে মিল ঠিকমতো প্রয়োজনীয় সময়ে খেতে পেত না। (৩) প্রাতঃবিভাগের পড়ুয়ারা লাইব্রেরীর ব্যবহার ও কম্পিউটার শেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হত। কেননা ঐ দুটি বিভাগ প্রাতে বন্ধ থাকত। (৪) প্রাতঃবিভাগ চলাকালীন এই বিদ্যালয়ের নীচের তলায় একটি প্রাইভেট স্কুল চলে, যাতে করে ঐ স্কুলের শৃঙ্খলাভঙ্গ না হয় তার জন্য ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর পড়ুয়াদের টিফিনে নীচে নামতে, মাঠে খেলতে, জল খেতে এমনকি বাথরুমে যেতে দেওয়া হত না। (৫) টিফিন বিরতি অত্যন্ত কম সময়ের (মাত্র ১০ মিনিট) যা ছাত্রছাত্রীদের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে যথেষ্ট নয়। (৬) বিদ্যালয়কে দুভাগে ভাগ করে রোটেশন পদ্ধতিতে চালানোর জন্য অমনোবৈজ্ঞানিক রুটিন অনুযায়ী পড়ুয়ারা পড়াশুনা করতে বাধ্য হচ্ছিল। (৭) বিদ্যালয়ের প্রাতঃবিভাগে যেহেতু প্রধান শিক্ষক আসতেন না, সেই সুযোগে কতিপয় শিক্ষক শিক্ষিকা তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুল বা টিউশন থেকে আনতে যাওয়ার অজুহাতে স্কুল ছুটির অনেক আগে বাড়ী চলে যেতেন, ফলে অনেক ক্লাস বন্ধ থাকত। তাছাড়াও শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন প্রয়োজনে প্রধান শিক্ষককে কাছে পেতেন না। (৮) সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল অত্যন্ত যানজটপূর্ণ রাস্তার ধারে এই বিদ্যালয়টি অবস্থিত হওয়ায় প্রাতঃবিভাগে শিশুদের নিরাপত্তাহীনভাবে রাস্তা পারাপার হতে হত। কেননা ঐ সময় স্কুলের গেটের সামনে কোন পুলিশ থাকে না। সিভিক পুলিশ থাকে ১০টা থেকে ৫টা পর্যন্ত। তাই আপনার ও জাগ্রত জনগণের কাছে আমাদের আবেদন, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের কথা ভেবে আমরা প্রাতঃবিভাগ বন্ধ করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে এবং উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সচেষ্ট হয়েই কি আমরা হলাম বেয়ারা ?

বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির শিক্ষক প্রতিনিধি নিতাইচন্দ্র দাসসহ পঁচিশজন।

জঙ্গিপুরের কড়চা

রাতের আকাশ কুয়াশার আঁচল দিয়ে ঢাকা। বাতাসে শিরশিরানি। কাশ ঝরে গেছে নদীর কিনারা থেকে। এখন হেমন্ত। শারদোৎসবের রেশ কাটতে না কাটতে দীপাবলি আলোর উৎসব। কেউ বলে দীপান্বিতা, কারো কথায় দেওয়ালী। যে নামেই তাকে ডাকা যাক না-সে তো আলোকোৎসব।

দীপাবলি শুধু আলোর উৎসব নয় ; আনন্দের, সম্মিলনের ও সংহতির উৎসব। এর পেছনে আছে সুপ্রাচীন কালের ঐতিহ্য, সংস্কার নির্ভর লোক বিশ্বাস, মানুষের বিজয় গৌরবের স্মৃতিজড়িত ইতিহাস। মানুষ আলোর অভিসারী, অমৃতের সন্তান। তাই মানুষের প্রার্থনা আলোকের, অমৃতের। ঋষি কণ্ঠ হতে একদিন উচ্চারিত হয়েছিল--তমসো মা জ্যোতির্গময় / মৃর্তো মা অসতোগময়।

এ যুগেও কবি কণ্ঠে তার প্রতিধ্বনি-- সত্য 'দীপালিকায় জ্বালাও আলো / জ্বালাও আলো / আপন আলো / শুনাও আলোর জয় বাণীরে। / দেবতারা আজ আছে চেয়ে / জাগো ধরার ছেলেমেয়ে/ আলোয় জাগাও ধরণীরে।'

অমাবস্যার মহানিশায় কালীপুজোর রাত্রে দীপাবলির অনুষ্ঠান। লোকশ্রুতি বলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নাকি এ উৎসবের প্রবর্ত্তনা করেন। এর সত্যাসত্য নিয়ে পণ্ডিতদের

(শেষ পাতায়)

দেবী দর্শন

শীলভদ্র সান্যাল

মা গেলেন তাহলে !

ওফ্ ! ছা-পোষা বাঙালি একরকম হাঁফ ছেড়ে বাঁচল বুঝি ! এ কি যে-সে ব্যক্তি, সরি, দেবতা দাদা ! 'দেবী-দুর্গা' ব'লে কথা ! দেবাদিদেব মহাদেবের মিসেস্, আই মীন্ ঘরনি। তাঁর আসা-যাওয়া কি আপনার-আমার মত হেঁজি পেঁজিদের মত হবে মশাই ! তিনি হলেন কিনা মোষ্ট টু দি পাওয়ার ইন্‌ফিনিটিভ্ ভি-আই-পি। এমন কি শিবে শিবের মত আইডিয়াল হাসবাণ্ডের বুকের ওপর দিব্যি পা তুলে দিয়ে ভাঙ্গরা ডান্স করেন আর মুখ ভেঙ্গাচান ! সোজা কথা !

তামাম দুনিয়ার-রাষ্ট্র নেতাদের মধ্যে যেমন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, জেহাদীদের মধ্যে ওসামা-বিন-লাদেন, মেগাষ্টারদের মধ্যে বিগ্ বি, বাঙালি রোমান্টিক নায়কদের মধ্যে উত্তমকুমার ; তেমনই তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর মধ্যে গ্লামারের শ্রেষ্ঠতম আইকন হলেন কিনা দেবী দুর্গা। তাঁর পুজোয় কোটি কোটি টাকা উড়বে না, ঘাম ঝরবে না,জান কয়লা হবে না--তাও আবার হয় নাকি ! অমুক মন্ত্রী দশ মিনিটের জন্য তমুক জায়গায় এসে ফিতে কেটে গেলে, তাঁর হাল-হকিকৎ তন্দুরুস্ত করার জন্য সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ে ; আর এতো স্বয়ং দেবী দুর্গা বলে কথা ! জগজ্জননী ! জগদ্ধাত্রী !

বাপের বাড়ি আসার নাম ক'রে আমাদের জন্য তাঁর বরাদ্দ মাত্র তিনদিন। এর বেশি থাকলে যে প্রেষ্টিজ থাকে না--এটা বিলক্ষণ জানেন তিনি। অবশ্য আমরা তাঁর সঙ্গে একটা অলিখিত চুক্তি ক'রে তিন দিনকে প্রায় পাঁচদিনে এক্স্টেণ্ড করে নিয়েছি। একাদশীর সকালে পর্যন্ত মা, গঙ্গার ঘাটে ঘাটে এক্স্ট্রা টাইম দেন আমাদের জন্য। মায়ের অসীম-কৃপা ! ভক্তের প্রাণের আকুতিতে তিনি কি সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেন ! শূন্য ঘরে (শ্মশানে) অধৈর্য স্বামীকে ম্যানেজ ক'রে নিতে, তাঁর-মত জাঁদরেল গিন্নির নিশ্চয়ই ট্রাব্‌ল্ হওয়ার কথা নয়।

দশ হাতে পতির ঘর সামলান, আবার অস্ত্র ধরেন। মোহময়ী বিচিত্ররূপিণী মহামায়া। মহিষাসুরের মত দৈত্যরাজ পরম মায়াবীকে পর্যন্ত ঘোল খাইয়ে চেড়ে দিলেন ! প্রজাপতি ব্রহ্মা তুষ্ট হ'য়ে বর দিতে চাইলে মোটাবুদ্ধি বেচারা অসুর পেমিনিন জেণ্ডারকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনলে না। বললে, 'অমরত্বই যদি না দেবেন, স্যার, তবে এই বর দিন, ত্রিলোকের কোন ব্যাটায় আমাকে ঘায়েল করতে পারবেনা।' আর সেটাই কাল হল ! অমনই যে দুর্ধর্ষ দুসমন্-সেও কিনা এক ফোঁটা মেয়ের কাছে জিভ উল্টে চিৎপটাং !

কত না রূপে, কত না ঢঙে-মুখশ্রীতে মাতৃ-দর্শনে ঘটা ! পাট-বাঁশ-শোলা-চুড়ি-এসব তো ছিলই ; এবার চোখ টানল কুমোরপাড়ার নানারকম পাত্র দিয়ে তৈরি প্রতিমা। শুনতে পেলাম, আগামী বছর নাকি কচুরিপানা দিয়ে মায়ের মূর্তি গড়া হবে।

'হে পাবলো পিকাসো, র‍্যাফায়েল, ভ্যান গগ্-এর বিদেহী আত্মা ! একদা তোমরা অপূর্ব কারুকর্ম দ্বারা বিশ্ববাসীকে বিমোহিত করিয়াছিলে ! অনুগ্রহপূর্বক তোমরা একবার বঙ্গভূমে পদার্পণ করিয়া দেখিয়া যাও--নব নব উদ্ভাবনী শক্তিতে বঙ্গজ শিল্পীগণ তোমাদিগের অপেক্ষা কোন অংশে কিছুমাত্র হীন নহে !'

চণ্ডীস্তোত্রেই তো আছে : 'যা দেবি সর্বভূতেষু !' অর্থাৎ দেবী-দুর্গা সর্বভূতে বিরাজমানা। সুতরাং তিনি ঘটে-পটে-মঠে, জলে-জঙ্গলে, হাটে-মাঠে-পাটে এমনকি পানাপুকুরের মধ্যেই বা থাকবেন না কেন ?

আমার ভাগ্নে ফুচ্‌কা কিন্তু অন্য অ্যাঙ্গেলে ব্যাপারটা দেখতে চাইল--বললে, 'মামা', তুমি বুঝছ না, এবার ওরা 'আমরা বাউণ্ডুলে' ক্লাবকে বীট করার জন্য বাইরের শিল্পীকে দিয়ে এরকম সুপার-ডুপার-ঠাকুর গড়িয়েছে।

আমি বললাম, 'আশ্চর্য ! তাকত কম নয় "ফিসফিস-ক'রে-ভাগ্নে বললে, 'শুধু তাকত নয়, পেচনে অর্থও কম নেই'।

ঠাকুরের মূল্য শুনে আমার তো চক্ষুস্থির ! এইবারে বুঝলাম শ্রীরামকৃষ্ণ ব'লে গেছিলেন, টাকা মাটি, মাটি টাকা। মৃন্ময়ী মা দশ হাতে অর্থ ঢেলে দিয়েছেন আর্টিস্টকে, সাথে সাথে ক্লাবের প্রেস্টিজও রাখতে ভোলেন নি।

প্রেস্টিজের তাগিদে ক্লাবে ক্লাবে যে রেষারেষি--এ তো আর নতুন কোনও কথা নয়। আর সেইজন্যেই প্রতিমাকে প্রতিবার ভিন্ন সাজে ভিন্ন গড়নে নতুন নতুন কায়দায় দর্শকদের সামনে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা, তার সঙ্গে মানানসই ডেকরেসন, লাইটিং।

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য, শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যকে পাড়ার মাঠে হাজির করে তাক লাগিয়ে দেওয়া। একি কম কথা ! কোথাও অমৃতসর মন্দির, কোথাও তাজমহল, কোথাও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ, কোথাও বা সিম্পল এক টুকরো গ্রামের আবহ। এইসব নতুনত্বের পরিমণ্ডলে ছা-পোষা মধ্যবিত্ত বাঙালি,--মায়ের কৃপায় দৈনন্দিন একঘেয়ে জীবনের জীর্ণ খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসে ক্ষণিক সুখের লালসে ক'দিনের জন্য এক ঝলক নতুনত্বের স্বাদ তো পেল, আর এর জন্য (শেষ পাতায়)

অপরাহ্নের আলো

সাধন দাস

(১লা অক্টোবর আন্তর্জাতিক বার্দ্ধক্য দিবস উপলক্ষে)

নরম রোদের কাঁচা ভোর পেরিয়ে দেখতে দেখতে একদিন আমরা পৌঁছে যাই টগবগে দুপুরে। তারপর সময় তো থেমে থাকেনা কারোর জীবনেই। একটু একটু ক'রে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়, রোদের উত্তাপ আর আলো দুই-ই কমে আসে, পথের ধুলো উড়িয়ে ঘরে ফেরে গোরুর পাল, আকাশ পরিক্রমা ক'রে নীড়ে ফেরে ক্লান্ত পাখিরা। জীবনের প্রবহমান ধারায় প্রতিদিন এমনি ক'রেই ব্রাত্য হয়ে যাচ্ছে একদল মানুষ। অশক্ত শরীর আর অস্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে একখানা লাঠিতে ভর দিয়ে কোনোমতে মোড়ের দোকানটা, তারপর সেটুকুও কমে গিয়ে বাড়ির গেট, তারপর বাড়ির একচিলতে লনের মধ্যে আটকে যায় জীবন। দরজার বাইরে বড় রাস্তায়, অলিতে-গলিতে, হাটে-বাজারে জীবনের অফুরন্ত কোলাহল তখনো চলছে ; বাড়ির ভেতরেও ছেলে-বৌমা নাতি-নাতনীদের গতিময় জীবন ; ভোগ্যপণ্যে সাজানো অফুরন্ত পৃথিবীটাকে দু'হাতে লুটে নিচ্ছে নতুন প্রজন্ম। একটু একটু ক'রে আত্মীয় পরিজন, এমনকি একান্ত স্বজনরাও বৃদ্ধকে ভাবতে শুরু করেছে অপ্রাসঙ্গিক। পৃথিবীটা ক্রমশঃ আরো ছোট্ হতে হতে ছ'ফুট আট ফুটের অন্ধকার কোণের ঘিঞ্জি ঘরটাতে কোনোমতে টিকে থাকে। ফ্যাকাশে চোখের মতো নোনাধরা ছোট্ট জানলার ওপারে দেখা যায় আকাশের বিস্তীর্ণ নীলিমা--বাল্য ও যৌবনের রঙিন স্মৃতিগুলো যেখানে দূর আকাশের পাখি হয়ে উড়ে চলে গেছে আরো দূরের আকাশে।

আটটার সময় রুটিন মাফিক বৌমা টেবিলে ঢেকে রেখে গেছে এক কাপ চা আর দুটো বিস্কুট। সাত সতেরো ভাবতে গিয়ে সেই চা এখন ঠাণ্ডা জল। সাহস নেই আরেক কাপ চায়ের কথা বলা। ছেলে দু'চারদিন অন্তর চৌকাঠে পা দিয়ে একবার খোঁজ নিয়ে যায়। নাতি-নাতনীদের কাছে ঘেঁষতে মানা। বৃদ্ধ একটু একটু করে সমাজ সংসার থেকে বাতিল হয়ে যান। হেমন্ত-সন্ধ্যার মতো সঙ্গবিহীন এক অসহ্য অন্ধকারে চারদিকটা কেমন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ফেলে-আসা জীবনের হাজারো স্মৃতি তারা হয়ে ফুটে ওঠে ছাদের আকাশে। জীবনের পরপারে যে-শান্তিময় অনন্ত অন্ধকার---বৃদ্ধ মনে মনে সেই অন্ধকার প্রার্থনা করেন। কিন্তু কেন এই মৃত্যুকামনা ? একটাই তো জীবন আমাদের ! আর আমরা সবাই একদিন না একদিন জীবনের সেই মোহনায় এসে পৌঁছাবে !! তুমি--আমি-আমরা সব্বাই-।

এই অবশ্যম্ভাবী সত্যকে যখন আগে থেকেই জানি তখন মরার আগে কেনই দু'বেলা মরণের গান গাইবেন বৃদ্ধরা ? শরীরের শক্তি কমে যায় যাক, মনের জোর যেন অটুট থাকে। তাঁরই নিজের হাতে গড়ে-তোলা সংসার, সেখান্যে সে অপাঙ্‌ক্তেয় নয়--এই অধিকারবোধ থেকে বৃদ্ধ যেন সরে না আসে। আর ঈর্ষা বা বিরক্তি নয়, বুকের মধ্যে জমিয়ে রাখতে হবে নবীন প্রজন্মের জন্য নির্মল ভালোবাসা। কেন না, ভালোবাসার কোনো বিকল্প নেই।

আমরা সকলেই যদি আমাদের অনিবার্য বার্ধক্যের কথা মনে রাখি, তাহলে সকলে মিলে পারি না কি সকলের বার্ধক্যকে সুখময় করতে ? খাওয়া নাওয়ার মতো যিনি পেরিয়ে এসেছেন জীবনের সুদীর্ঘ পথ, তার কাছে কি আমাদের কিছু শেখবার নেই ? যিনি আমাদের 'হাঁটি হাঁটি পা পা' থেকে কোলেপিঠে তুলে লেখাপড়া শিখিয়ে এত বড়টি করলেন, তার একটু কৃতজ্ঞতাবোধ নেই ? তাহলে পরের প্রজন্মের কাছে আমরাই বা কোন্ প্রত্যাশা নিয়ে বেঁচে থাকবো ?

জামিন নিয়ে ..... (১ পাতার পর)

আইনজীবী অভিমত প্রকাশ করেন। এই জুলুমের প্রতিকারে তৎপর হওয়ায় আই.সি.কে বদলিরও চেষ্টা চালান গৌতম বলে শহরে গুঞ্জন ওঠে। রাজনীতির অন্তরালে তৃণমূল নেতার এই ধরনের বেলেল্লাপনার বিশদ ঘটনা অসীমা দাস দলের উপর মহলে জানিয়েছেন বলে খবর। পুলিশও এই কেসের চার্জশীট কোর্টে জমা দিয়েছে বলে আই.সি জানান।

রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লক তৃণমূলের টাউন সভাপতি গৌতম রুদ্রের নামে আরও অভিযোগ, ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের গঙ্গার ধারে স্নানার্থী মহিলাদের ভিজে কাপড় ছাড়ার জন্য পুরসভা থেকে একটা ঘর তৈরী করে দেয়া হয় কয়েক বছর আগে। সেটাও বর্তমানে গৌতমের দখলে চলে গেছে। মহিলারা লজ্জার মাথা খেয়ে এখন প্রকাশ্যে কাপড় ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন। এই নিয়ে এলাকার কেউ কেউ প্রতিবাদ করে অপমানিত হয়ে গৌতমের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জমা দেন। ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার গৌতম রুদ্রের স্ত্রী মনীষা। স্ত্রীকে বারড়িদেবী করে তিনিই এলাকায় জমিদারি চালাচ্ছেন। কয়েক বছর আগে গৌতমের তত্ত্বাবধানে দরবেশপাড়া থেকে ম্যাকেঞ্জিপার্ক এলাকায় নিকাশী ব্যবস্থায় আধুনিকীকরণের কাজ হয়। তারপর থেকেই একটু বৃষ্টি হলে নর্দমার নোংরা জল এলাকাকে ভাসিয়ে দিচ্ছে। নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে মানুষকে। গৌতমের তদারকিতে পুর জায়গা দখল করে ইউ.বি.আই এর সামনে তৈরী হয়েছে প্রাইভেট কার গ্যারেজ। করিতকর্মা গৌতমের বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ আগের মতোই সিপিএম বোর্ডের সাথে সমঝোতা করে নামে-বেনামে পুরসভার কয়েকটি ঘর নিজের দখলে রেখে রসেবশে ভালোই আছেন। এ প্রসঙ্গে পুরপতি মোজাহারুল ইসলামকে প্রশ্ন করলে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন উত্তর দেননি। "তার আমলে কিছু হয়নি" শুধু এটাই জানান।

গ্রেপ্তারের ভয়ে..... (১ পাতার পর)

কয়েক বছর আগেও আকমল একটি প্রাইভেট নার্সারী স্কুলে কাজ করতেন। এরপর 'মাল্টিন্যাশনাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ' নামে একটা চিটফাণ্ড খোলেন। ব্যবসার স্বার্থে বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে স্ত্রীকে বোলতলা আসনে সিপিএমের প্রার্থী করেন। মাফরুজাকে সভাপতি নির্বাচনে সিপিএমের মধ্যে আপত্তিও ওঠে। কয়েকজন ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ লালগোলা থানায় এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে। যার ভিত্তিতে আকমল ও মাফরুজাকে পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছে। শ্যামল সেন কমিশন তাদের সমস্ত স্থায়ী-অস্থায়ী সম্পত্তি বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে বলে খবর। বিশ্বস্ত সূত্রে খবর, মাফরুজাকে সরিয়ে তার জায়গায় মিঠিপুরের পলি দাসকে খুব শীঘ্র সি.পি.এম সভাপতি করতে চলেছে।

দেবী দর্শন ..... (৩ পাতার পর)

এক একটা ক্লাবের বাজেট দুলাখ, আড়াই লাখ, তিন লাখ। নতুন নতুন থিম বার করতে ক্লাব কর্তৃপক্ষের হিমসিম অবস্থা।

এক ক্লাব সম্পাদক বললেন, সাবেককালের বনেদি পুজোর কথা ছেড়ে দিন। সেগুলোর তো একটা আলাদা আকর্ষণ থাকেই। অন্য যে-সব পুজো, বিশেষ করে সার্বজনীন দুর্গা মণ্ডপগুলি থিমসর্বস্ব না হ'লে আজকাল পাবলিক খাচ্ছে না। বুঝতে বাকি রইল না, যে-ক্লাব যত বেশি দর্শক টানছে, প্রতিযোগিতার দৌড়ে সে-ই তত বেশি এগিয়ে। এই কারণে পুজোর বাজেট বাড়ছে, বাড়ছে চাঁদার দৌরাত্ম্য, মাথা ফাটছে, রক্ত ঝরছে। গোলাগুলি বোমাবাজি না হ'লে, লাশ না পড়লে যেমন একটা নির্বাচন হয় না ; তেমনই চাঁদায় একটু আধটু জুলুমবাজি না হ'লে দেবী দুর্গার মত মেগা বাজেটের পুজোই বা উৎরোয় কী ক'রে ?

জঙ্গিপুরের কড়চা ..... (২ পাতার পর)

মতভেদ থাকতেও পারে। কারো কারো মতে এ অনুষ্ঠান সুপ্রাচীন। দ্বীপবাসী কেল্টরা তাদের বাসভূমিতে আগুন জ্বেলে দীপাবলির অনুষ্ঠান করতো। অনেকের ধারণা--এর পেছনে ছিল তাদের লোক বিশ্বাস এবং অন্ধ সংস্কার। দ্বীপাঞ্চলে নাকি ডাইনি এবং পরীদের ছিল উৎপাত। হয়তো তাকে বন্ধ করার তাগিদে তারা অন্ধ তামসী ভরা দ্বীপকে অগ্নির আলোক শিখায় ভরে তুলতো।

সংস্কার নিয়েই মানুষ জন্মায়। অজ্ঞতা থেকে মানুষের মনে জন্ম নেয় কুসংস্কার। মানুষের মনের অন্ধ তামস ঘোচানোর জন্য প্রয়োজন আলোর, আলোকের--তার নাম জ্ঞানের আলো, শিক্ষার আলো। আমাদের দেশেও তো এখনও অনেক মানুষ আছে যাদের মধ্যে অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অবিদ্যার অন্ধকার বিদ্যমান। তার মূঢ় ম্লান মূক, প্রাণহীন, অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক। তাদের প্রাণের প্রদীপের আলো জ্বালানোর জন্য চাই উদ্যোগ। মহানিশার সূচীর শর্বরীকে দীপাবলির আলোক মালায় তরলীকৃত করার পাশাপাশি মানুষের মনের অজ্ঞতা, চেতনার অন্ধ সংস্কার দূরীকরণে আমাদেরও কামনা ঃ জাগো ধরার ছেলেমেয়ে / আলোয় জাগাও ধরণীরে।

--সুমন পাঠক

জঙ্গীপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

মহাপূজা, ঈদ ও দীপাবলীর

।। বিশেষ উপহার ।।

- MIS (মান্থলি ইনকাম স্কীম) সুদ ৯.৫% (৬বছর)
- সিনিয়ার সিটিজেনদের জন্য ১০.০০
  এছাড়া বিশেষ জমা সুদ ১০.২৫%
- ৮ বছর ৬ মাসে টাকা ডবল হচ্ছে
- NSC,KVP, LIP ইত্যাদি রেখে সহজ ঋণ
- গিফ্‌ট চেক (১০১/-,৫১/-,৩১/-) সহজেই সংগ্রহ করুন।
- অল্প সুদে (মাত্র ১০%-১৩% বাৎসরিক) নতুন বাড়ী তৈরী স্বপ্ন সফল করুন। চাকুরীজীবীরা তো বটেই – অন্যান্যরাও স্বপ্ন পূর্ণ করুন, শর্ত সাপেক্ষ।
- অন্য ঋণের ক্ষেত্রেও সুদ ৯% থেকে ১৩% মধ্যে।
- ভারতের যে কোন স্থানে ড্রাফটের সুবিধা।
- লকার পাওয়া যাচ্ছে।
- ভারতীয় জীবনবীমা নিগমের সহযোগিতায় মাইক্রো ইনসুরেন্স।

এছাড়া আরও অনেক কিছু। বিশদ বিবরণের জন্য সরাসরি ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

জঙ্গীপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রঘুনাথগঞ্জ হরিদাসনগর
ফোন নং ২৬৬৫৬০

শক্রঘ্ন সরকার — সম্পাদক
সোমনাথ সিংহ — সভাপতি

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।